# নারীর ইসলামি জীবন

মূল : মুফতি আবদুল গফুর

অনুবাদ : মাওলানা ইলিয়াস আশরাফ

সম্পাদনা : মাওলানা সাজ্জাদ হুসাইন

ইহদা
পাবলিকেশন

# লেখকের কথা

আজকাল প্রতিটি ঘরেই ফাসাদ বিদ্যমান। কারও ঘরে ঝগড়া-বিবাদ, কারও ঘরে অগণিত সমস্যা আবার কারও ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কের টানাটানি। কোথাও সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য আবার কোথাও দেখা যায় পিতা-মাতা সন্তানদের হক যথার্থরূপে আদায় করছে না। অধিকাংশ ঘরে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তালাকের মতো মারাত্মক ঘটনা ঘটে যায়। মোটকথা প্রতিটি ঘর ও পরিবারই বিচিত্র সমস্যায় জর্জরিত। এসব ফাসাদ, ঝগড়া-বিবাদ ও সমস্যার মূল কারণ হলো, সিরাতে মুসতাকিমের নির্দেশনা থেকে এবং কুরআনি ও ধর্মীয় জীবন থেকে দূরে সরে যাওয়া।

ঘরে দীনি পরিবেশ তৈরি করা, নারীদের আত্মশুদ্ধি ও ইসলামি সভ্যতা শেখানোর জন্য ধর্মীয় বইপত্র অধ্যয়ন ও পাঠদানের পরিবর্তে গোটা দুনিয়ার সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, ডাইজেস্ট, সহস্র অভিশাপের ভান্ডার টেলিভিশন ও মোবাইল ফোন বাসায় নিয়ে এসে বদদীনি ও ফাসাদের বীজ তো আমরা নিজেরাই বপন করেছি। ফলে আবশ্যকীয়ভাবে বিপদাপদ, পেরেশানি ও সমস্যা তৈরি হওয়ারই কথা ছিল! স্মরণ রাখতে হবে, যতদিন বাড়িতে এসব অভিশপ্ত জিনিস থাকবে, ততদিন নিরাপত্তার সহিত শতভাগ বিশুদ্ধ ইসলামি ও পবিত্র জীবন লাভ করা সম্ভব হবে না। অতএব এসব পেরেশানি ও ফাসাদ থেকে বাঁচতে হলে সর্বপ্রথম পরিবারের নারীদের আত্মশুদ্ধি, ধর্মীয় জ্ঞান ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে। তবেই কেবল শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত ইসলামি পদ্ধতিতে জীবনযাপন করা সম্ভব। ইসলামি পরিবার ও সমাজে নারীদের নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় চেতনা বিশুদ্ধ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই।

নারীদের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ ইসলামি জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। পরিপূর্ণ ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার জন্য আলেমা-ফাজেলার কোর্স করা জরুরি নয়। এই পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক যে, যদি তার ওপর নামাজ ফরজ হয়, তাহলে যেন পবিত্রতা-অপবিত্রতা ও নামাজের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাগুলো তার জানা থাকে। নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার যেন জাকাতের মৌলিক মাসআলাগুলো জানা থাকে। এ উদ্দেশ্য অর্জন করতে হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহিমাহুল্লাহর 'বেহেশতি জেওর' বইটি পড়ে নিলেই যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

কুরআনে কারিমে নারীদের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম নারীদের জন্য তা জানাও আবশ্যক। তাহলে তারা নিজেদের মাঝে সেসব বৈশিষ্ট্য তৈরি করার কিংবা তালাশ করার চেষ্টা করবে। জেনারেল নলেজ, দৈনন্দিন সংবাদ পাঠ তাদের জন্য সীমাহীন ক্ষতিকর। নারীরা জেনারেল নলেজ ও পত্র-পত্রিকা থেকে যত বেশি দূরে থাকবে, ততই চারিত্রিকভাবে নিষ্কলুষ থাকতে পারবে।[৬]

নারী আলেম না হলেও তার মাঝে রাবেয়া বসরির মতো দীনের বুঝ থাকা জরুরি। কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের মাঝে রাবেয়া বসরিরা জন্মগ্রহণ করতে থাকবেন। উম্মত কোনো কালেই রাবেয়া বসরির মতো গুণবতী নারী থেকে বঞ্চিত হবে না। নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করার পর ঘরে থেকে পরিবার গঠন ও পরিচালনা শেখার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বশীল ও তৎপর হওয়া আবশ্যক।

নারীদের রয়েছে অসংখ্য মর্যাদা। কত বড় বড় আল্লাহর ওলি, গাউস কুতুব তাদের কোলে লালিত হয়েছেন। নারীর কোল পৃথিবীর সর্বপ্রথম পাঠশালা। যদি তাকে বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে তার থেকে জুনাইদ বাগদাদিও জন্ম নিতে পারে। নারী যদি নেককার হয়ে যায়, তার গর্ভ থেকে বড় বড় গাউস কুতুব জন্ম নেওয়াও অসম্ভব নয়।

---

৬. মৌলিকভাবে জেনারেল নলেজ ক্ষতিকর নয়। তবে অধিক মাত্রায় জেনারেল নলেজ অর্জনের পেছনে পড়ে অনেক নারীই নারীত্ব হারিয়ে বসে। ইসলামের মূল স্পিরিট থেকে দূরে সরে যায়। এমন নারীদের সংখ্যা নিছক কম নয়। এজন্যই এটার নিন্দা করা হয়েছে। অন্যথায় দীনের বুঝ থাকার পাশাপাশি দুনিয়ার যেকোনো জ্ঞান হাসিল করা অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, ইসলামের সাথে কম্প্রোমাইজের মনোভাব যেন চলে না আসে। -সম্পাদক

দুনিয়ার জীবনকে শান্তি ও সুখে কাটানোর জন্য সর্বপ্রথম নিজের ঘর ও পরিবারকে শান্তির নীড় বানাতে হবে। এর জন্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝের সম্পর্ক নির্মল হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এটি অর্জন করার জন্য নিজের ঘরে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করতে হবে; এই দায়িত্ব থেকে এক লহমার জন্যও অচেতন হওয়া যাবে না। নারীদেরকে পর্দার সহিত আল্লাহর ওলিদের আত্মশুদ্ধিমূলক মাহফিলে নিয়ে যেতে হবে। তাদের ওয়াজ-নসিহত ও উক্তিসমগ্র খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়াতে হবে। এ ছাড়া পরিবারের মাঝে কোনো আলেমের পরামর্শক্রমে যেকোনো একটি কিতাব ধারাবাহিকভাবে তালিম করার ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিষয়গুলোর ওপর ইখলাসের সহিত আমল করলে নিরাপত্তা, সুখ-শান্তি ও নিশ্চিন্তরূপে পবিত্র জীবন ভাগ্যে জুটবে এবং আমাদের পরিবারগুলো এক টুকরো জান্নাতের বাগানে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলার সীমাহীন দয়া ও অপরিসীম করুণায় নারীদের মাঝে আত্মশুদ্ধির চেতনা জাগ্রত করার লক্ষ্যে 'নারীর ইসলামি জীবন' শিরোনামে একটি ছোট গ্রন্থ রচনা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। নারীদের মাঝে ইসলামি চেতনা জাগরূক করার জন্য এই বইটি যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাকেসহ সকলকে এই বইয়ের বিষয়বস্তুর ওপর আমল করার তাওফিক দান করুন এবং এই বইকে আখিরাতে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমিন।

**আবদুল গফুর**
জামিয়া বিনুরিয়া সাইট করাচি

# সূচিপত্র


নারী ঘরের রানী ২৫
- নারী ঘরের তত্ত্বাবধায়ক ২৫
- নেককার নারী দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ ২৬
- আমাদের শোচনীয় অবস্থা ২৭
- নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্য ও আধুনিক শিক্ষা দেখবেন না ২৮
- স্বামীর অধিকার-সংক্রান্ত কিছু হাদিস ২৮
- নারীদের মনোবাসনা ৩১


## প্রথম অধ্যায়


পর্দার বিধিবিধান ৩২
- হিজাবের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য ৩৩

পর্দার শর্তাবলি ৩৪
- ১ম শর্ত : পূর্ণ দেহ ঢেকে রাখা ৩৪
- ২য় শর্ত : পর্দার কাপড় মোটা হওয়া ৩৫
- ৩য় শর্ত : ঢিলেঢালা পোশাক পরা ৩৬
- ৪র্থ শর্ত : নারীর পোশাকে খুশবু ব্যবহার না করা ৩৬
- ৫ম শর্ত : পুরুষসাদৃশ পোশাক না পরা ৩৬
- ৬ষ্ঠ শর্ত : কাফের মহিলাদের সাজসজ্জা গ্রহণ না করা ৩৬
- ৭ম শর্ত : খ্যাতি ও লোকদেখানোর জন্য জামা না পরা ৩৭
- মুখমণ্ডল সতরের অন্তর্ভুক্ত ৩৭
- অন্যান্য ধর্মে পর্দা ৪৪

পর্দা নারীর স্বাধীনতা হরণ করে? ৪৬
পর্দা কেন করতে হয়? ৪৮
পর্দা শিকল নয়, রক্ষাকবচ ৪৯
পর্দাতেই নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা ৫১
না-মাহরাম থেকে পর্দা করা জরুরি ৫২
শ্বশুরবাড়ির পুরুষদের সাথে পর্দা করা জরুরি ৫২
শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে ৫৩
শ্বশুরবাড়িতে থাকার পদ্ধতি ৫৪
অন্ধ ব্যক্তি থেকে পর্দা করার বিধান ৫৫
পর্দার অনুপম দৃষ্টান্ত ৫৬
চোখ হেফাজতের প্রয়োজনীয়তা ৫৬
বিয়ে-শাদি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অবাধ মেলামেশা ৫৭
উলঙ্গপনার গুনাহ্ সংক্রামক ৫৮
নারীদের খোলা মাথায় চলাফেরা জায়েজ নেই ৫৮
ঘরেও খোলা মাথায় থাকা উচিত নয় ৫৯
কুদৃষ্টি হারাম কেন? ৫৯
নারীদের সেজেগুজে থাকা ৬১
স্বাধীনতার ফাঁদ ৬২
খুশবু লাগিয়ে পুরুষদের সামনে যাওয়া ৬২
সন্তানের জন্য সংসারী মায়ের প্রয়োজনীয়তা ৬৪

## দ্বিতীয় অধ্যায়

নারী ও শিক্ষা ৬৬
নারীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব ৬৬
নারী-পুরুষ মিশ্রিত শিক্ষানীতির লোকসান ৬৭
কতিপয় মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবীর ইজতেহাদ ৬৮
চাদর ও চারদেয়ালের মাঝে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ৬৯
জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ৭০
জ্ঞান ও বিশুদ্ধ আকিদা ৭১
সোনালি যুগের শিক্ষালয় ৭২

সোনালি যুগে মুসলিম ছাত্রী ৭৩
ফ্রি-মিক্সিং সভ্যতা ৭৩

তৃতীয় অধ্যায়
মুসলিম নারীর নিকট দীনের তাগাদা ৭৬
ইসলাম ও পশ্চিমা মতবাদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৭৭
ভিন্ন সক্ষমতা ভিন্ন দায়িত্ব ৭৮
একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা ৭৮
নারীর দায়িত্বগুলো সম্মানের ৭৯
চতুর্থ অধ্যায় ৮০
ইসলাম ও সমান অধিকার ৮০
পুরুষের সাদৃশ্যগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা ৮১
পশ্চিমেও পুরুষই পরিবারের প্রধান ৮২
পশ্চিমে নারীর নিকৃষ্টতম অপব্যবহার ৮৩

পঞ্চম অধ্যায়
ইসলাম ও শালীনতা ৮৪
লজ্জা অনেক বড় শক্তি ৮৪
নারী ও শালীনতা ৮৪
নির্লজ্জ পশ্চিমা নারীদের অন্ধ অনুসরণ ৮৫
প্রকাশ্য গুনাহ ক্ষমা অযোগ্য ৮৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
জীবনের নতুন অধ্যায় : পরীক্ষার মুহূর্ত ৮৮
নববধূদের জন্য বিশেষ নির্দেশনা ৮৮
নিজের সংসার বরবাদ করবেন না ৮৯
১. স্বামীর মন জয় করার তদবির ৯০
২. স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার বৈশিষ্ট্যাবলি ৯০
৩. স্বামীর সাথে জীবন অতিবাহিত করার পদ্ধতি ৯১
৪. স্বামীকে নিজের প্রিয় বানাবেন কীভাবে? ৯১
৫. ঘরে স্ত্রী স্বামীর সামনে কীভাবে থাকবে? ৯২

৬. স্বামীর সামর্থ্যের অধিক কোনো আবদার না করা ৯৩
৭. জেদ, গোঁয়ার্তুমি ও মন্দ ভাষা পরিহার করা ৯৩
৮. স্বামী রাগ হলে স্ত্রীর করণীয় ৯৪
৯. স্বামী দীর্ঘদিন পর বাড়ি ফিরলে স্ত্রীর করণীয় ৯৫
১০. স্বামীর নিয়ে আসা জিনিসপত্রের মূল্যায়ন করুন ৯৫
স্বামীর জন্য সাজগোজ করা স্বামীর হক ৯৬
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ৯৭
নারীদের একটি মারাত্মক ভুল ৯৭
স্বামীর উপস্থিতিতে নফল ইবাদত করার বিধান ৯৮
স্বামীর আনুগত্যের দুটি ঘটনা ৯৮
স্বামীর আনুগত্য ১০০
স্বামীকে বশ করার তদবির ১০১
পুরুষদের দীনদার বানানোও স্ত্রীদের দায়িত্ব ১০২
নারীদের জন্যই পুরুষরা ঝগড়ায় লিপ্ত হয় ১০৩
নারীদের বদঅভ্যাস : পারিবারিক লড়াই ১০৩
স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ভিক্ষা দেওয়া ১০৬
নারীর অলংকারের জাকাত ও সদকা ১০৬
প্রতি ঈদে জামা বানানো ১০৭
স্বামীর সম্পদ দিয়ে সামানা ক্রয় করা ১০৭

## সপ্তম অধ্যায়

পারিবারিক শৃঙ্খলায় পুরুষের আধিপত্য ১০৮
সভ্যতার বুনিয়াদ ১০৮
পুরুষ কেন পরিবারের প্রধান? ১০৯
‘কাওয়ামুন’ মানে কী? ১০৯
নারীদের চারিত্রিক দুর্বলতাসমূহ ১১০
১. নারীদের পারস্পরিক লড়াই ১১০
২. গিবত করা ও শোনার অভ্যাস ১১০
৩. ঘরের কাজে খোদ নারীরই উপকার ১১১
স্ত্রীর অধিকার ১১১

পুরুষের অভিভাবক হওয়ার দলিল ১১২
১. সৃষ্টিগতভাবে পুরুষ প্রধান হওয়ার দাবিদার ১১২
২. মেধাশক্তিতেও পুরুষ শক্তিশালী ১১৩
নারী কি পরিবারের প্রধান হতে পারে? ১১৪

## অষ্টম অধ্যায়

বহুবিবাহ প্রসঙ্গ ১১৬
বহুবিবাহে নারীর অধিকার নষ্ট হয় না ১১৬
শরিয়ত নারী অধিকারের রক্ষক ১১৭
বহুবিবাহ নারীর অধিকার খর্ব করে না কেন? ১১৭
বহুবিবাহের উদ্দীপক ১১৮
বহুবিবাহের সূচনা কখন হয়েছে? ১১৯
বহুবিবাহ একটি সামাজিক প্রয়োজন ১১৯
ইসলামে বহুবিবাহের অবস্থান ১২১
পুরুষের প্রয়োজন ১২২
নারীর প্রকৃতি ১২২
নারীর বন্ধ্যাত্ব ১২২
নারীদের জন্য বহুবিবাহের অনুমতি নেই কেন? ১২৩
ইসলামে একাধিক বিয়ের নির্দেশ নেই, অনুমতি আছে ১২৪
বিরোধিতার আসল কারণ : নির্দিষ্ট পটভূমি ১২৫
ইসলামের বহুবিবাহের শর্তাবলি ১২৫
সারকথা ১২৭
চার্চের একাধিক বিয়ের অনুমতি প্রার্থনা ১২৯

## নবম অধ্যায়

নারী ও অর্থনৈতিক জিজ্ঞাসা ১৩০
কর্ম পরিধি ১৩০
নারীর অর্থনৈতিক সংগ্রাম ১৩১
ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী ১৩২
ইসলামের সাংস্কৃতিক প্রয়োজন ১৩২
আধুনিক যুগে নারীদের উপার্জন করা কি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে? ১৩৩

ইসলাম বনাম পুঁজিবাদ ১৩৪
নারীর চাকরি করার ক্ষতিসমূহ ১৩৫
জীবিকার বোঝা পুরুষের ওপর ১৩৬
নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব পুরুষের ১৩৬
সন্তানের জন্য মায়ের গুরুত্ব ১৩৭
মা-বিহীন সন্তানের উন্নত প্রতিপালন সম্ভব নয় ১৩৭
বিশেষ সতর্কতা ১৩৮

## দশম অধ্যায়

ইসলামি নারীর আদর্শ ১৩৯
কন্যাশিশুদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি উৎসাহ দান ১৩৯
সহযোগিতা ও নিঃস্বার্থতার সবক ১৪০
নবিজির প্রতি ভালোবাসা ১৪০
পিতা-মাতার আনুগত্য ১৪১
ধৈর্য ও অল্পেতুষ্টি ১৪২
আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ ১৪৩
দীনের ওপর অবিচলতা ১৪৪
প্রেম করে বিয়ে করা ১৪৭
সময়ের চাহিদা ১৪৮

## একাদশ অধ্যায়

কতিপয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহীয়সী নারীর স্মৃতিচারণ ১৪৯
সাইয়েদা গামিদিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা ১৫০
রবিয়াতুর রায়-এর মা ১৫১
ইমাম শাফেয়ি রহিমাহুল্লাহর মা ১৫৩
সুমাইয়া বিনতে খাব্বাত রাদিয়াল্লাহু আনহা ১৫৫
খানসা রাদিয়াল্লাহু আনহা ১৫৬

## দ্বাদশ অধ্যায়

নারী ও ইলমুল ফিকহ তথা ইসলামি আইনশাস্ত্র ১৬০
আলেমদের সম্মান ও মর্যাদা ১৬১

কোন কোন জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক? ১৬২
জ্ঞান-গরিমায় উজ্জ্বল নারী সাহাবিগণ ১৬৪

## ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইসলাম ও সাজসজ্জা ১৬৭
সাজসজ্জায় অপচয় ১৬৯
সম্মানিত মা ও প্রিয় বোনেরা! ১৭০
ফ্যাশনের সীমারেখা ১৭১
চুল কাটানোর বিধান ১৭২
চুল ছাঁটার বিধান ১৭৩
চুল ডিজাইন ও ফ্যাশন অনুযায়ী সাজানো ১৭৩
চুলের বৃদ্ধির জন্য ছাঁটা ১৭৩
রোগ বা ব্যথার কারণে চুল কাটা ১৭৪
ছোট মেয়েদের চুল কাটা ১৭৪
ভ্রু পাতলা করা ১৭৪
মুখের লোম পরিষ্কার করা ১৭৫
মুখ থেকে দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করা ১৭৫
ঠোঁটের ওপরের লোম পরিষ্কার করা ১৭৫
হাত-পায়ের লোম পরিষ্কার করা ১৭৬
শরীরে উল্কি আঁকা বা ট্যাটু করানো হারাম ১৭৬
চুলের সাথে অন্যের চুল মেশানো ১৭৬
পরচুলা (উইগ) ব্যবহার ১৭৭
১. মানব চুলের পরচুলা ১৭৭
২. পশুর চুল বা কৃত্রিম চুলের পরচুলা ১৭৭
পরচুলার ওপর মাসাহ ও গোসলের বিধান ১৭৭
মেকআপ করা ১৭৮
লিপস্টিক ব্যবহারের বিধান ১৭৮
লম্বা নখ রাখার বিধান ১৭৮
ডিজাইন করে মেহেদি লাগানোর বিধান ১৭৯
কোন মেহেদি ও মেহেদির লিকুইড লাগানোর বিধান ১৭৯

| | |
|---|---|
| উপটান লাগানোর বিধান | ১৮০ |
| কালো খিজাব (রং) ব্যবহার করার বিধান | ১৮০ |
| গোপনাঙ্গের অবাঞ্ছিত লোম পরিষ্কার করা | ১৮১ |
| উঁচু হিল জুতো পরা | ১৮১ |
| পোশাক ও নারী | ১৮১ |
| পর্দা ও নারী | ১৮২ |
| মহিলাদের পোশাকের সংক্ষিপ্ত মৌলিক নীতিমালা | ১৮২ |
| ছোট, পাতলা ও আঁটোসাঁটো পোশাক | ১৮৩ |
| সাদৃশ্য ও অনুকরণের মধ্যে পার্থক্য | ১৮৪ |
| মুশরিকদের অনুকরণের নিষেধাজ্ঞা | ১৮৪ |
| মুসলমান এক বিশেষ জাতি | ১৮৫ |
| অহংকার প্রদর্শনমূলক পোশাক পরা | ১৮৫ |
| প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পোশাক পরা জায়েজ নয় | ১৮৬ |
| অপচয় ও অহংকার থেকে বাঁচা উচিত | ১৮৬ |
| আত্মতৃপ্তির জন্য দামি পোশাক পরা | ১৮৬ |
| নারী-পুরুষ একে অন্যের পোশাক পরবে না | ১৮৭ |
| পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা | ১৮৭ |
| নারীর পোশাক রঙিন হওয়া উত্তম | ১৮৮ |
| পোশাকের বিবিধ মাসআলা | ১৮৮ |
| ফ্যাশনের যুগ | ১৮৯ |
| নারী ও ফ্যাশন | ১৮৯ |
| প্রতিটি অনুষ্ঠানের জন্য আলাদা পোশাক পরা | ১৯০ |
| নারীর পোশাক কেমন হওয়া উচিত? | ১৯০ |
| ফ্যাশনের প্রচলিত পোশাক | ১৯১ |
| কিয়ামতের আগে নারীদের অবস্থা | ১৯২ |
| ফ্যাশনের নগ্ন পোশাক | ১৯২ |
| পুরুষকে আকৃষ্টকারী নারী | ১৯৩ |
| পাতলা ও আঁটোসাঁটো পোশাকের নিষেধাজ্ঞা | ১৯৪ |
| পাতলা ওড়না পরা | ১৯৫ |
| পাতলা পোশাকের শাস্তি | ১৯৬ |

পাতলা পোশাক ও ওড়নায় নামাজ পড়া সম্ভব নয় ১৯৭
নামাজে শরীর ঢাকা ফরজ ১৯৭
নারীদের বাজার-ঘাট ও অনুষ্ঠানে যাওয়া ১৯৯
অশ্লীলতার গুনাহ সংক্রামক ১৯৯
নারীদের প্যান্ট-শার্ট পরা ২০১
আসল ও কৃত্রিম রেশমি কাপড় পরা ২০২
দেখানো ও গর্ব করার জন্য উত্তম পোশাক পরা ২০২
শাড়ি পরা ২০৩
ফ্রক পরা ২০৩
সালোয়ার কামিজ উত্তম পোশাক ২০৪
নকশা ও ফ্যাশনের পোশাক পরা ২০৪
মহররম মাসে কালো পোশাক পরা ২০৪

## চতুর্দশ অধ্যায়

তালাক ও 'খুলা'র আলোচনা ২০৫
তালাকের সংজ্ঞা ও বিধান ২০৫
তালাকের সংজ্ঞা ২০৬
তালাক নেওয়ার পূর্বে করণীয় ২০৬
একসঙ্গে তিন তালাক দেওয়া ২০৭
তালাকের বিধান ২০৭
হাদিসের আলোকে তালাক ২০৮
তালাকের শর্তাবলি ২০৯
তালাকের ব্যবহার বিপজ্জনক ২০৯
তালাকের প্রকারভেদ ২১১
তালাকের ধরনসমূহ ২১২
নারী ও তালাক-পরবর্তী ইদ্দত (প্রতীক্ষাকাল) ২১৪
ইদ্দতের বিভিন্ন বিধান ২১৪
হায়েজ অবস্থায় তালাক ২১৫
তিন তালাক, তালাকে বায়েন ও স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত ২১৫
স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ইদ্দত ২১৬

কয়েকটি উপদেশ ২১৬
নারীর যোগ্যতা ও সক্ষমতা ২১৭
প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার শর্তাবলি ২১৮

**পঞ্চদশ অধ্যায়**

পবিত্রতার মাসআলা : হায়েজের বিধিবিধান ২২২
গুরুত্বপূর্ণ কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় ২২৩
হায়েজের সময় নামাজের মাসআলা ২২৯
হায়েজের সময় রোজার মাসআলা ২৩১
হায়েজ অবস্থায় হজ ও উমরার মাসআলা ২৩২
হায়েজের সময় কুরআন-সংক্রান্ত কিছু মাসআলা ২৩৪
হায়েজ অবস্থায় দুআ-অজিফা পাঠ করার মাসআলা ২৩৫
হায়েজ অবস্থায় মসজিদ-সংক্রান্ত মাসআলা ২৩৫
হায়েজ অবস্থায় স্বামী-সংক্রান্ত মাসআলা ২৩৬
হায়েজ অবস্থায় গর্ভপাত-সংক্রান্ত মাসআলা ২৩৭
হায়েজের গোসলের পদ্ধতি ২৩৮
নেফাস-সম্পর্কিত মাসআলা ২৩৯
নেফাসের সময় নামাজের মাসআলা ২৪০
নেফাসের সময় রোজার মাসআলা ২৪১
নেফাসের গোসলের পদ্ধতি ২৪২
বিশেষ সতর্কতা ২৪২
ইসতিহাজার মাসআলা ২৪৩
ইসতিহাজার সময় ওজুর বিধান ২৪৪
ইসতিহাজার সময় অন্যান্য ইবাদতের মাসআলা ২৪৬
ইসতিহাজার সময় মসজিদ-সংক্রান্ত মাসআলা ২৪৭
ইসতিহাজার সময় স্বামী-সংক্রান্ত মাসআলা ২৪৭
জানাবাত ও নিদ্রা সম্পর্কিত মাসআলা ২৪৭
জানাবাত অবস্থায় কুরআন-সংক্রান্ত মাসআলা ২৪৮
জানাবাত অবস্থায় দুআ-অজিফা পাঠ করার মাসআলা ২৪৮
জানাবাত অবস্থায় মসজিদ সম্পর্কিত মাসআলা ২৪৮

| | |
|---|---|
| জানাবাত অবস্থায় গোসল করার পদ্ধতি | ২৪৯ |
| গোসল ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ | ২৪৯ |
| গোসল সহিহ হওয়ার শর্তসমূহ | ২৫০ |
| গোসলের মাসনুন ও মুস্তাহাব পদ্ধতি | ২৫১ |
| গোসলের ফরজসমূহ | ২৫২ |
| গোসলের সময় যেসব অঙ্গ ধোয়া বাধ্যতামূলক নয় | ২৫২ |
| গোসলের ওয়াজিবসমূহ | ২৫৩ |
| গোসলের সুন্নাতসমূহ | ২৫৩ |
| গোসলের মুস্তাহাবসমূহ | ২৫৪ |
| গোসলের মাকরুহসমূহ | ২৫৪ |
| যে সময় গোসল ওয়াজিব হয় | ২৫৪ |
| যে সময় গোসল সুন্নাত | ২৫৫ |
| যে অবস্থায় গোসল করা মুস্তাহাব | ২৫৫ |

# নারী ঘরের রানী

ইসলাম ঘরের ভেতরের সকল দায়িত্ব নারীকে সোপর্দ করেছে আর ঘরের বাইরে জীবিকা নির্বাহের জন্য চেষ্টা-তদবির করার দায়িত্ব দিয়েছে পুরুষকে। তাই সন্তান লালনপালন, তাদের দুধ পান করানো এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা নারীর দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

'মায়েরা নিজ সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।'[৭]

দুধ পান করানো সন্তান লালনপালনের সর্বপ্রথম স্তর। বাচ্চা নিজের কাজ নিজে করতে পারার আগ পর্যন্ত এর পরবর্তী স্তরগুলোও নারীর দায়িত্ব।

## নারী ঘরের তত্ত্বাবধায়ক

কুরআনে কারিম নারীকে ঘরের তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

'সতী-সাধ্বী স্ত্রীগণ অনুগত হয়ে থাকে, (পুরুষের) অনুপস্থিতিতে আল্লাহ-প্রদত্ত হেফাজতে (তার অধিকারসমূহ) সংরক্ষণ করে।'[৮]

ঘরের সংরক্ষণ তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলাই করেন। কিন্তু বাহ্যিকভাবে নারীরাই এই দায়িত্ব পালন করে। কেননা পুরুষরা জীবিকা অর্জনসহ নানাবিধ

---

৭. সুরা বাকারা, আয়াত ২৩৩

৮. সুরা নিসা, আয়াত ৩৪

কাজের কারণে সবসময় ঘরের ভেতর থাকতে পারে না। তাই পুরুষদের অনুপস্থিতিতে ঘরের জিনিসপত্র ও সন্তানদের তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ নারীরই করতে হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেন,

والمَرْأَةُ راعِيَةٌ على أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِها، ووَلَدِهِ وهي مَسْئُولَةٌ عنْهمْ

> 'স্বামীর পরিবার ও সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্ত্রীর এবং সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'[৯]

অর্থাৎ নারীর দায়িত্ব হলো, পরিবার ও সন্তানদের হক ও কল্যাণের দেখভাল করবে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করবে। তাদেরকে মন্দ ও ভুল কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং ঘন জঙ্গলে একজন রাখাল যেভাবে বকরিদের দেখভাল করে, সেও সেভাবে তাদের ভালো-মন্দের প্রতি খেয়াল রাখবে।

## নেককার নারী দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إنَّ الدُّنيا كلَّها متاعٌ وخيرُ متاعِ الدُّنيا المرأةُ الصَّالحةُ

> 'গোটা দুনিয়াই ভোগ-সম্পদ। কিন্তু দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উপকারী সম্পদ হচ্ছে নেককার নারী।'[১০]

মানুষ হিসেবে সকল মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখতে একই রকম, যদিও চেহারা-সুরত বিভিন্ন রকমের। কিন্তু একজন মানুষের ওপর অন্য একজন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নির্ণীত হয় তার ঈমান, উত্তম চরিত্র ও নেক আমল দ্বারা। কালো হওয়া, সাদা হওয়া, বিশেষ কোনো দেশের নাগরিক হওয়া কিংবা মোটাতাজা হওয়া—এসবের কোনো কিছুই মানুষের মর্যাদার মানদণ্ড নয়। যদি কোনো ব্যক্তি চেহারা-সুরত ও সৌন্দর্যে অন্যের চেয়ে অগ্রগামী হয়, রং ও বর্ণের দিক থেকে অন্যের চেয়ে উত্তম হয়, কিন্তু তার মাঝে অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি না থাকে, তবে তার এই রূপ-সৌন্দর্য তাকে মানবীয় মর্যাদায় ভূষিত করতে পারবে না।

---

৯. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭১৩৮; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮২৯
১০. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৪৬৭; সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং ৩২৩২

তদ্রূপ যদি কোনো ব্যক্তি অঢেল সম্পদশালী হয়, কিন্তু তার চরিত্র হয় খারাপ এবং সে হয় কৃপণ, তাহলে শুধু সম্পদের কারণে সে বিশেষ কোনো মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। কিন্তু কোনো ব্যক্তি, পুরুষ হোক বা নারী, যদি দীনদার হয়, অর্থাৎ বিশ্বনবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়, তার চরিত্রের অনুগামী হয়, সেই হবে প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ মানুষ এবং মানবীয় বৈশিষ্ট্যে ভূষিত।

তার আত্মা পরিশুদ্ধ। সে সহানুভূতি ও হৃদ্যতার বাস্তব প্রতিচ্ছবি। ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের আলোকবর্তিকা। সে অন্যদের কারণে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করতে সদাপ্রস্তুত। সকলেই তার সাহচর্যে আনন্দিত হয়। তার সহানুভূতি ও উত্তম ব্যবহার প্রতিবেশীদের মুগ্ধ করে। এমন পুরুষের সাথে কোনো নারীর আর এমন নারীর সাথে কোনো পুরুষের বিয়ে হলে সে তার উত্তম আচরণ ও নেক কাজের সুফলে সারাজীবন আনন্দে কাটিয়ে দিতে পারে।

## আমাদের শোচনীয় অবস্থা

আজকাল বিয়ের সময় লোকজন ধার্মিকতা দেখে না। অন্যান্য বিষয় দেখে মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেয়। কেউ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দেখে আবার কেউ ধন-সম্পদ দেখে সম্পর্ক করে ফেলে। কেউ-বা পার্থিব পদ-পদবি ও চাকরি দেখে মেয়ে দিয়ে দেয়। অনেক মানুষ মাসআলা না জানার দরুন তিন তালাক দিয়েও স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করতে থাকে!

এ কথা খুব ভালো করে স্মরণ রাখতে হবে যে, বিয়ের সময় আল্লাহভীরু ও দীনদার স্বামী তালাশ করা যেমন জরুরি, সেভাবেই এমন স্ত্রী তালাশ করাও জরুরি, যে দীনদার ও নেক কর্মে অভ্যস্ত। ওপরে বর্ণিত হাদিসের উদ্দেশ্য এটিই। এক হাদিসে তো সরাসরি এ কথারই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, নারীর দীনদারি দেখে বিয়ে করো, ধনসম্পদ ও রূপ-সৌন্দর্যের পেছনে পড়ো না। স্ত্রী যদি দীনদার না হয়, তাহলে না স্বামীর হক ঠিকঠাক আদায় করবে আর না সন্তানদের দীনদার বানাবে। বরং স্বামীর সম্পদ অপাত্রে ব্যয় করবে। না-মাহরাম পুরুষদের সামনে পর্দাহীন চলাফেরা করবে। এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উপকারী সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী।

## নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্য ও আধুনিক শিক্ষা দেখবেন না

অনেক মানুষ নারীর রূপ-লাবণ্যের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়। তার সাদা চামড়া দেখে ঠিকই, কিন্তু তার কুৎসিত অন্তর দেখে না। সে দেখতে যদিও সুন্দর, কিন্তু সে নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, কুরআন তিলাওয়াতও করে না। সে একদম ধর্মবিমুখ। সর্বদা গিবতে মশগুল থাকে। বউ-শাশুড়ির ঝগড়ায় তা দেয়। স্বামীর পরিপূর্ণ উপার্জন নিজের করায়ত্ত করে নেয়। এ কারণেই আজকাল শিক্ষিত নারীরাও সমাজের বড় মসিবতে পরিণত হয়েছে।

মেয়েদেরকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত নয়; বরং বি.এ এম.এ এমনকি পিএইচডি পর্যন্ত পড়াশোনা করায়।[১১] এরপর তার জন্য পাত্রের তালাশে নামে। তখন সাধারণভাবেই তার সমপর্যায়ের বা তার চেয়ে অধিক পড়াশোনার পাত্রই খোঁজা হয়। কিন্তু বাস্তবে এমন ব্যক্তি পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও মেয়েপক্ষ তাদের দাবিদাওয়া পূরণ করতে পারে না। ফলে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত মেয়েরা এমনিই ঘরে বসে থাকে।

এখানে বোঝার বিষয় হলো, যে নারী পর্দাহীন কলেজে আসা-যাওয়া করে এবং ভবিষ্যতে ইউনিভার্সিটিতে যাবে, স্পষ্টতই কোনো দীনদার পুরুষ তাকে পছন্দ করবে না এবং সেও কোনো দীনদার পুরুষকে পছন্দ করবে না। এখন যেহেতু চাহিদামতো পাত্র পায় না, তাই হয়তো এমনি এমনি ঘরে বসে থাকে অথবা কোনো পাক্কা দুনিয়াদারের পাল্লায় পড়ে যায়। অতঃপর তাদের দুজনের সন্তান খালেস ইউরোপিয়ান হয়ে যায়। এভাবে ক্রমাগত ফিতনা আসতেই থাকে।

## স্বামীর অধিকার-সংক্রান্ত কিছু হাদিস

আল্লাহ তাআলা স্বামীর অনেক অধিকার সাব্যস্ত করেছেন এবং তাকে স্ত্রীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। স্বামীকে খুশি ও আনন্দিত করা অনেক বড় ইবাদত। তদ্রূপ স্বামীকে অসন্তুষ্ট করা এবং কষ্ট দেওয়া অনেক বড় গুনাহের কাজ। নিম্নে স্বামীর হক-সংক্রান্ত কিছু হাদিস উল্লেখ করছি :

---

১১. মৌলিকভাবে অধিক শিক্ষিত হওয়া দোষের না, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, দীনি শিক্ষা থেকে বিমুখ হয়ে যারা এভাবে অধিক শিক্ষার ডিগ্রি অর্জন করে, তাদের নিয়ে। এ ছাড়াও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাস একজন নারী বা পুরুষ উভয়ের যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়টুকু কেড়ে নেয়। আর ফ্রি-মিক্সিং সভ্যতাও এখানে বড় একটা ফ্যাক্ট। -সম্পাদক

১. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إذا صلَّتِ المرأةُ خَمْسَها وصامتْ شهرَها وحصَّنتْ فرْجَها وأطاعت بعلَها دخلتْ مِن أيِّ أبوابِ الجنَّةِ شاءتْ

'যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, রমজান মাসের রোজা রাখবে, নিজের ইজ্জত-সম্ভ্রম রক্ষা করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে, সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।'[১২]

২. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيُّما امرأةٍ ماتَتْ وزوجُها عنها راضٍ دخَلَتِ الجنةَ

'যে নারী এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে যে, তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট, সে জান্নাতে যাবে।'[১৩]

৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لو كنتُ آمِرٌ أحدًا أن يسجُدَ لأمرتُ المرأةَ أن تسجُدَ لزوجِها.

'আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে আদেশ দিতাম, সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।'[১৪]

৪. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إذا الرجلُ دعا زوجتَهُ لحاجَتِهِ فلْتَأْتِهِ، وإِنْ كانَتْ على التَّنُّورِ

স্বামী যখন স্ত্রীকে স্বীয় কামনা পূরণের জন্য আহ্বান করবে, সে চুলায় (রান্নাবান্নার কাজে) থাকলেও অবশ্যই যেন তার ডাকে সাড়া দেয়।[১৫]

৫. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِراشِهِ فأبَتْ فَباتَ غَضْبانَ عَلَيْها لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حتّى تُصْبِحَ

---

১২. সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৪১৬৩; আল মুজামুল আওসাত, হাদিস নং ৪৫৯৮
১৩. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ১১৬১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ১৮৫৪
১৪. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ১১৫৯; আত তারগিব ওয়াত তারহিব, ৩/১০০
১৫. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ১১৬০; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৬৩৩১

‘কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে কামনা পূরণের জন্য ডাকে আর সে না আসে এবং এমন অবস্থায় রাত কাটিয়ে দেয় যে, স্বামী তার ওপর অসন্তুষ্ট, এমতাবস্থায় ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত তাকে অভিশাপ করতে থাকে।’[১৬]

৬. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا تُؤذِي امرأةٌ زوجَها في الدنيا؛ إلا قالتْ زوجتُه من الحُورِ العِينِ لا تُؤذِيهِ قاتلَكِ اللهُ، فإنَّما هو عندكِ دَخيلٌ، يُوشِكُ أنْ يُفارِقَكِ إلينا

‘দুনিয়ায় কোনো নারী তার স্বামীকে কষ্ট দিলে কিয়ামতের দিন যে হুর তার স্ত্রী হবে সে এই নারীকে ডেকে বলে, আল্লাহ তোর অমঙ্গল করুন, তুই তাকে কষ্ট দিস না। সে তো তোর নিকট কিছুদিনের মেহমান। কিছুদিনের মধ্যেই তোকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবে।’[১৭]

৭. জনৈক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসুলাল্লাহ, সর্বোত্তম নারী কে? নবিজি বললেন,

الَّتي تُطيعُ زوجَها إذا أمرَ، وتسرُّهُ إذا نظرَ، وتحفظُهُ في نفسِها ومالِهِ

‘ওই নারী সর্বোত্তম, স্বামী যার দিকে তাকালে সে তাকে আনন্দ দেয়, স্বামী কিছু বললে সে তা শোনে এবং তার জান-মালে স্বামীর অপছন্দের কোনো কাজ করে তার বিরোধিতা না করে।’[১৮]

একজন স্ত্রীর কাছে আল্লাহ ও রাসুলের পর সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি হলো তার স্বামী। দীনের কাজ ও শরিয়ত ব্যতীত অন্য সকল কাজে স্বামীর অধিকার সবচেয়ে বেশি। যদি স্বামীর আদেশ শরিয়ত-পরিপন্থি না হয়, তাহলে তার বিপরীতে কারও আদেশকে অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না। সুতরাং আল্লাহ ও রাসুলের পর স্বামীর অধিকারই অগ্রাধিকারযোগ্য।

---

১৬. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩২৩৭; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ১৪৩৬
১৭. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ১১৭৪; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২২১০১
১৮. সুনানে নাসায়ি, হাদিস নং ৩২৩১; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৯৬৫৮

তবে স্বামী যদি শরিয়ত-পরিপন্থি কোনো কাজের নির্দেশ দেয়, তখন তার নির্দেশ মানা যাবে না; বরং শরিয়তের নির্দেশ মানতে হবে।[১৯]

## নারীদের মনোবাসনা

সাধারণত সব নারীই চায় আমার স্বামী আমার অনুগত হয়ে যাক এবং প্রত্যেকটা কাজ আমার কাছে জিজ্ঞেস করে করে করুক। অন্যান্য কাজও আমার সাথে পরামর্শ করে করুক। বেতনের সব টাকা আমার হাতে দিয়ে দিক। আমিই ঘরের সবকিছু পরিচালনা করব, এমন বাসনা সব নারীরই থাকে।

মনে রাখবেন, যে নারী ছোট ছোট বিষয়ে স্বামীর সাথে ঝগড়া করে, রাগ করে বাপের বাড়ি চলে যায়, স্বামীর সম্মান ও অধিকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না, পোশাক ও অলংকারের জন্য প্রতিদিন স্বামীর সাথে বাদানুবাদ করে, সে নারী শুধু স্বামীর ঘর নয় বরং নিজের জীবনও ধ্বংস করে দেয়। অতএব স্বামীর অধিকারের প্রতি আমাদের সকলের যত্নবান হওয়া অতীব জরুরি বিষয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

১৯. আমাদের ভাইয়েরা এ হাদিসগুলো দেখার পর খুশি হয়ে থাকেন। কিন্তু এর বিপরীতে পুরুষদেরও স্ত্রীদের অধিকার আদায়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। স্ত্রীর জান্নাতে যাওয়ার হাদিসগুলোর বেশ কয়েকটিই ভাইস-ভার্সা। তাই পুরুষরাও স্ত্রীর অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হওয়া চাই। -সম্পাদক

# প্রথম অধ্যায়

## পর্দার বিধিবিধান

ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

المرأةُ عورةٌ، فإذا خرَجَتْ اسْتَشْرَفَها الشيطانُ

> 'নারী গোপনীয়। সে যখন বাইরে বের হয়, তখন শয়তান তার দিকে মাথা উঁচু করে তাকায়।'[২০]

এই হাদিসে সর্বপ্রথম নারীর প্রকৃত অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃত নারী হিসেবে একজন নারীর ঘরের ভেতর থাকা আবশ্যক। অতঃপর হাদিসে বলা হয়েছে, নারী ঘর থেকে বের হলে শয়তান তার দিকে মাথা উঁচু করে তাকাতে থাকে। অর্থাৎ নারী ঘর থেকে বের হলে শয়তান তার দেহাবয়ব, রূপ-সৌন্দর্য, পোশাক-পরিচ্ছদের ওপর পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে চোখের স্বাদ ভোগ করায়।

অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, নারী সে সময় আল্লাহর সবচেয়ে অধিক নিকটবর্তী থাকে, যখন সে নিজের ঘরে অবস্থান করে। যে নারী আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে, সে ঘরের ভেতর থাকতেই পছন্দ করে এবং যথাসম্ভব ঘর থেকে বের হতে সংকোচবোধ করে।

ইসলাম নারীদের নির্দেশনা দিয়েছে, তারা যেন যথাসম্ভব ঘরের ভেতরেই থাকে। কোনো বিশেষ প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি দিলেও তা বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে।

---

২০. সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ১১৭৩; মুসনাদে বাযযার, হাদিস নং ২০৬১

যেমন : সুগন্ধি না লাগানো, শরীর ঢেকে বের হওয়া, এজন্য বোরকা পরেই বের হওয়া উত্তম, মাহরাম পুরুষ ব্যতীত সফরের দূরত্বে না যাওয়া ইত্যাদি।

## হিজাবের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

নারীর শরীরের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং তার মূল উপাদান তথা শালীনতা ও সম্ভ্রমের সংরক্ষণ পবিত্র শরিয়তে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যে সকল বিধিবিধান পালনের জন্য ঘরের বাইরে যেতে হয়, যেমন : মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়া, জুমার নামাজ, দুই ঈদের নামাজ, জানাজার নামাজ, মাইয়েতকে দাফন করা, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, নামাজের ইমামতি করা, যুদ্ধের সেনাপতি হওয়া ইত্যাদি সকল বিধিবিধান থেকে নারীকে অবমুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেন আত্মমর্যাদার চোখ যথাসম্ভব গোপন থাকে। আর শরিয়তের এমন নির্দেশনার মূল কারণ হলো, নারীসত্তা পুরোটাই গোপন রাখার বিষয়। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নারী গোপনীয় বিষয়। যখন সে ঘর থেকে বের হয়, শয়তান তার দিকে মাথা উঁচু করে তাকাতে থাকে। অর্থাৎ শয়তান তার মতো শয়তানি রুচির লোকদেরকে তার দিকে তাকাতে উস্কানি দেয়। অন্য এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ويلٌ للرجالِ من النساءِ، وويلٌ للنساءِ من الرجالِ

> ‘পুরুষদের জন্য নারীদের কারণে ধ্বংস আর নারীদের জন্য পুরুষদের কারণে ধ্বংস রয়েছে।’[২১]

সকল ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার দ্বার বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তাআলা এই প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধান জারি করেছেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

‘তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করবে।’[২২]

অর্থাৎ না নারী ঘর থেকে বাইরে বের হবে, না কোনো ফিতনা তৈরি হবে। তবে হ্যাঁ, প্রয়োজনের সময় পরিপূর্ণ পর্দা রক্ষা করে নিজের মাহরাম পুরুষের সাথে বাইরে বের হওয়ার অনুমতি শরিয়তে বিদ্যমান রয়েছে।

---

২১. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৯৯৯

২২. সুরা আহজাব, আয়াত ৩৩

পর্দার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের মূল ভিত্তি হলো, নারী যেন পুরুষদের জন্য ফিতনার কারণ না হয় এবং তার বেশভূষা ও চালচলন থেকে পুরুষ কোনো ফিতনার প্রতি উদ্বুদ্ধ না হয়। এজন্যই বলা হয়, নারী যদি যুবতি ও সুন্দরি হয় এবং তার সৌন্দর্য এত আকর্ষণীয় হয় যে, সবাই তার দিকে তাকাতে বাধ্য, এমন নারীর জন্য চেহারা ঢাকা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে নারী যদি নাবালক হয় অথবা বৃদ্ধা হয়, তাহলে তার চেহারা ও হাতের তালু ঢাকার প্রয়োজন নেই। এজন্যই নেকাব পরার ব্যাপারে বলি, এটি কারও জন্য ফরজ আবার কারও জন্য ফরজ নয়।

# পর্দার শর্তাবলি

## ১ম শর্ত : পূর্ণ দেহ ঢেকে রাখা

শরয়ি পর্দার জন্য পূর্ণ দেহ ঢেকে রাখা আবশ্যক। মাথা ঢাকার কাপড়কে ওড়না বলা হয়। পর্দার ক্ষেত্রে মাথাসহ গলা ও বুক ঢেকে ওড়না পরা বাঞ্ছনীয়। দেহের উপরিভাগের পর্দার সীমানা এটিই। দেহের নিম্নাংশের পর্দার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ

> ‘নারীরা যেন নিজেদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার লক্ষ্যে তাদের পা মাটিতে আঘাত করে না চলে।’[২৩]

পায়ের সাজ হলো নূপুর। হয়তো সে সময় নারীরা লম্বা জামা পরে তা ঢেকে রাখত ঠিকই। কিন্তু চলার সময় জোরে জোরে পদক্ষেপ নিত, যেন অলংকার নিজে থেকেই তার অস্তিত্বের জানান দেয়। তাই আয়াতে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে পাতলা জামা পরিহিত দেখে বলেছিলেন,

> يا أسماءُ إنَّ المرأةَ إذا بلغتِ المحيضَ لم تصلحْ أن يُرى منها إلاّ هذا وأشار إلى وجهِه وكفِّه

---

২৩. সুরা নুর, আয়াত ৩১

‘হে আসমা, নারী বালেগ হওয়ার পর ‘এতটুকু ব্যতীত’ তার দেহের কোনো অংশ দৃশ্যমান হওয়া সমীচীন নয়। এরপর তিনি চেহারা ও হাতের তালুর দিকে ইঙ্গিত করে ‘এতটুকু ব্যতীত’-এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।’[২৪]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবিজির জমানায় নারীরা চাদর দিয়ে এমনভাবে মাথা ঢেকে আসত যে, তারা যখন বাড়ি ফিরে যেত, তখন কেউ তাদের চিনতে পারত না।[২৫]

শরয়ি পর্দা বিবেচিত হওয়ার জন্য আরও একটি শর্ত পূরণ করা জরুরি। তা হলো, পর্দার কাপড় তথা বোরকা ইত্যাদি ডিজাইনকৃত ও ফ্যাশনেবল না হতে হবে। উপর্যুক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য এটিই। এ ছাড়াও আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

‘তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে এবং জাহেলি যুগের নারীদের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়াবে না।’[২৬]

## ২য় শর্ত : পর্দার কাপড় মোটা হওয়া

পর্দার উদ্দেশ্যে যে জামা পরিধান করা হবে, তা অবশ্যই মোটা হতে হবে। পাতলা হলে তা দিয়ে পর্দার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

سيكونُ في آخِرِ أُمَّتي نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ على رُؤوسِهِنَّ كأسنِمةِ البُخْتِ العَنوهنَّ فإنَّهنَّ مَلعوناتٌ

‘শেষ যুগে আমার উম্মতের মাঝে এমন নারীদের আবির্ভাব ঘটবে, যারা জামা পরেও হবে উলঙ্গ। তাদের মাথায় উটের মতো কুজ থাকবে। তোমরা তাদের অভিশাপ করবে; কেননা তারা অভিশপ্ত।’[২৭]

---

২৪. আবু দাউদ, হাদিস নং ৪১০৪; বাইহাকি, হাদিস নং ৩৩৪৩
২৫. সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৩৭২; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৬৪৫
২৬. সুরা আহজাব, আয়াত ৩৩
২৭. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ৭০৮৩; সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৫৭৫৩